ইত্তেফাক

031

তারিখ ... ২।৫।৭৯

পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ৭ ...

প্রাথমিক শিক্ষা উপদেষ্টা কমিটি

সম্প্রতি সরকার প্রাথমিক শিক্ষা উপদেষ্টা কমিটি গঠনের যে সিদ্ধান্ত নিয়াছেন, তাহাতে অভিজ্ঞ সহকারী শিক্ষকদের উপেক্ষা করা হইয়াছে। শুধু তাহাই নয়, ইহাতে প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির অধিকারও অস্বীকার করা হইয়াছে। দেশে প্রায় পৌনে দুই লক্ষ প্রাথমিক শিক্ষক আছেন। ইহাদের মধ্যে প্রধান শিক্ষকের সংখ্যা মাত্র ৩৭ হাজার। পক্ষান্তরে সহকারী শিক্ষকগণ সংখ্যায় ইহার পাঁচ গুণ। এমতাবস্থায়, প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে—শিক্ষক সমিতির পরামর্শক্রমে শুধু প্রধান শিক্ষককেই উপদেষ্টা কমিটিতে মনোনয়ন দানের ব্যাপারটি গ্রহণযোগ্য হইতে পারে না। বরং সর্বস্তরের প্রাথমিক শিক্ষককে মনোনয়ন দানের ব্যবস্থা রাখাই উচিত। ইহাতে প্রধান শিক্ষকই হয়ত মনোনয়ন পাইতেন; কিন্তু তাহাতে সহকারী শিক্ষকগণের ক্ষোভের কিংবা শিক্ষক সমিতির অধিকার খর্ব করার অবকাশ দেখা দিত না।

উল্লেখ্য যে, সহকারী শিক্ষকদের প্রতিনিধিত্ব ছাড়াই বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটি গঠন করা হইয়া থাকে। উপদেষ্টা কমিটির ব্যাপারেও তাহাদের প্রতিনিধিত্ব উপেক্ষিত হইতেছে। শুধু তাই নয়, গ্রাজুয়েট সহকারী শিক্ষকদের অগ্রিম ইনক্রিমেণ্ট ও সবেতনে বি-এড ও এম-এড পড়ার দাবী বহু দিনের। তদুপরি পদ ও মর্যাদার প্রশ্নে ও বেতনের স্কেলের ব্যাপারে প্রধান শিক্ষক, সহকারী শিক্ষক ও অন্যান্য স্তরের প্রাথমিক শিক্ষকদের মধ্যকার বৈষম্য অনেক। এদিকে কামেল ট্রেইনদিগকে আই, এ ট্রেইণ্ডদের মত পদমর্যাদা বেতন ও ইনক্রিমেণ্ট প্রদানের দাবীও ঝুলিয়া আছে। গুরুত্বপূর্ণ প্রাথমিক শিক্ষার মূল চাবিকাঠি যে সাধারণ শিক্ষকবর্গ, তাঁহাদের ক্ষেত্রে উদ্ভূত এই সব সমস্যার প্রতি সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষীয় মহলের আশু দৃষ্টি কামনা করিতেছি।

আজিজুল হক মানসুরী,
সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি, ঢাকা।